কৃষিজীবীদের জন্য দিকনির্দেশনা মূলক একটি লিখনি

উশরের আহকাম

(চাষাবাদের যাকাতের মাসয়ালা)

- উশর কাকে বলে?
- উশর দেয়ার ফযীলত
- কোন ধরণের চাষাবাদে উশর ওয়াজিব?
- উশর কখন ও কিভাবে দিতে হবে?
- উশর দেয়ার পদ্ধতি
- দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিচিতি

[দা'ওয়াতে ইসলামী]

কৃষিজীবীদের জন্য দিকনির্দেশনা মূলক একটি লিখনি

উশরের আহকাম

(চাষাবাদের যাকাতের মাসয়ালা)

উপস্থাপনায়
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)
(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

রিসালার নাম : **উশরের আহকাম**
(চাষাবাদের যাকাতের মাসয়ালা)
উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)
প্রকাশকাল : ১৪৪০ হিজরি/ ২০১৯ ইংরেজি
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭
☞ কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
ফোন: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com
Web: www.dawateislami.net

সর্বস্বত্ব প্রকাশনা কর্তৃক সংরক্ষিত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দরসি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনার মাদানী কাজে সবধরণের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামীর **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'** মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

www.dawateislami.net

ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ"** (সংশোধান মুলক কিতাব বিভাগ) এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই পর্যন্ত অনেক কিতাব ও রিসালা আহলে সুন্নাতের খেদমতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ফিকহী বিষয় সম্বলিত রিসালা **"উশরের আহকাম (ফসলি জমির যাকাতের মাসয়ালা)"** আপনাদের সামনে বিদ্যমান। এই সংক্ষিপ্ত রিসালায় উশর সম্পর্কীত ঐ সকল মাসয়ালা সংকলন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা কৃষক ইসলামী ভাইদের প্রয়োজন হতে পারে।

এই রিসালা শুধু নিজে পাঠ করবেন না বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের বিশেষ করে জমির মালিক ইসলামী ভাইদেরকে অধ্যয়ন করার উৎসাহ প্রদান করে সাওয়াবে জারিয়ার অধিকারী হোন। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট দোয়া যে, আমাদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"** করার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা এবং মাদানী কাফেলার মুসাফির হতে থাকার তৌফিক দান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশসহ সকল মজলিশ সমূহকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ
(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৭	উৎপাদন বিক্রি করে দিলো, তবে উশর কাকে দিতে হবে?	২২
উশরের বর্ণনা	৭		
উশরের ফযীলত	৭	উশর আদায়ে দেরী করা	২২
উশর আদায় না করার শাস্তি	৯	উশর আদায় করার পূর্বে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার	২৩
কি ধরণের উৎপাদিত পণ্যে উশর ওয়াজিব?	১২		
		উশর দেয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তবে?	২৩
মধু উৎপাদনের উপর উশর	১৪		
কি ধরণের উৎপন্ন পণ্যে উশর ওয়াজিব নয়?	১৪	উশর হিসেবে টাকা দেয়া	২৪
		যদি অনেকদিন ধরে উশর আদায় না করে তবে?	২৪
উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ	১৫		
		যদি চাষাবাদই না করা হয় তবে?	২৪
পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর উশর	১৫	ফসল নষ্ট হওয়া অবস্থায় উশর	২৫
ঋণগ্রস্তের উপর উশর	১৫	উশর কাকে দেয়া যাবে	২৫
শরয়ী ফকীরের উপর উশর	১৬	ব্যাখ্যা	২৬
উশরের জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া কি শর্ত নাকি নয়?	১৬	যাদেরকে উশর দেয়া যাবে না	৩০
		মসজিদের ইমামকে উশর প্রদান করা	৩০
বিভিন্ন জমির উশর	১৭	ইরি ফসল, সবজি এবং ফল	৩২
খাজনার জমির উশর	১৭	বোরো ফসল, সবজি এবং ফল	৩৩
যদি নিজে ফসল না বুনে তবে উশর কাকে দিতে হবে?	১৮	দা'ওয়াতে ইসলামীকে স হযোগিতা করুন	৩৩
অংশীদারিত্বের জমির উশর	১৯	দা'ওয়াতে ইসলামীর ঝলক	৩৪
পারিবারিকভাবে উৎপাদনের উপর উশর	১৯	তথ্যসূত্র	৪২
উশর আদায়ের পূর্বে ব্যয় আলাদা করে নেয়া	১৯		
উশর আদায়	২০		
উশর অগ্রীম আদায় করা	২০		
ফলের মুকুল আসা এবং ক্ষেত প্রস্তুত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য	২১		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি অধিকাহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।" **(ফিরদাউসুল আখবার, হাদীস নং-৮২১০, ২/৪৭১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উশরের বর্ণনা

প্রশ্ন: উশর কাকে বলে?

উত্তর: জমি থেকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা ফসলের যে যাকাত আদায় করা হয়, তাকে উশর বলা হয়।

(আল ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, দশম অধ্যায়, ১/১৮৫)

প্রশ্ন: জমির যাকাতকে উশর কেনো বলা হয়?

উত্তর: জমির উৎপন্ন ফসলের সাধারনত দশমাংশ (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত স্বরূপ প্রদান করা হয়, একারণেই একে উশর (অর্থাৎ দশমাংশ) বলা হয়।

উশরের ফযীলত

প্রশ্ন: উশর দেয়ার ফযীলত কি?

উত্তরঃ উশর আদায়কারীদেরকে আখিরাতে নেয়ামত প্রদানের সুসংবাদ রয়েছে, যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۳۹﴾

(পারা ২২, সূরা সাবা, আয়াত ৩৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যেই বস্তু তোমরা **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করো, **তিনি** তার পরিবর্তে আরো অধিক দেবেন এবং তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক রিযিকদাতা।

সূরা বাকারায় রয়েছে:

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۶۱﴾ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১,২৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাদের উপমা যারা আপন সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে সেই শস্য বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা; এবং **আল্লাহ** তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান আর **আল্লাহ** প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়। ঐসব লোক যারা স্বীয় সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কিছু দুঃখ ।

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও উম্মতের উৎসাহের জন্য অসংখ্য স্থানে **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয় করার অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যাকাত দিয়ে নিজের সম্পদকে শক্তিশালী দূর্গে আবদ্ধ করে নাও এবং নিজের রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা সদকার দ্বারা করো আর বালা অবতীর্ণ হওয়ার সময় দোয়া ও কান্নাকাটি করে সাহায্য প্রার্থনা করো।" **(মারাসিল আবী দাউদ মাআ সুনানে আবী দাউদ, ৮ পৃষ্ঠা)**

আর হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে দিলো, নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** তার থেকে অমঙ্গল দূর করে দিলেন।"

(আল মু'জামুল আওসাত, বাবুল আলিফ, হাদীস নং-১৫৭৯, ১/৪৩১)

উশর আদায় না করার শাস্তি

প্রশ্ন: উশর আদায় না করার শাস্তি কি?

উত্তর: উশর আদায় না করা ব্যক্তির জন্য কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় কঠিন সতর্কতা এসেছে। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা কার্পণ্য করে ঐ জিনিসের মধ্যে, যা **আল্লাহ** তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শিখল হবে।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যাকে **আল্লাহ তায়ালা** সম্পদ দেয় এবং সে এর যাকাত আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ ন্যাঁড়া সাপের আকৃতিতে প্রদান করা হবে, যার মাথা দু'টি চিহ্ন থাকবে, সেই সাপ তার গলায় শিখল বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে (যাকাত প্রদান না করা ব্যক্তিকে) জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভান্ডার। এরপর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা কার্পণ্য করে ঐ জিনিসের মধ্যে, যা **আল্লাহ** তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শিখল হবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৪০৩, ১/৪৭৪)

হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে জাতি যাকাত দিবে না **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অনাবৃষ্টিতে লিপ্ত করে দিবেন।" (আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৪৫৭৭, ৩/২৭৫)

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জলস্থলে যে সম্পদ নষ্ট হয়, তা যাকাত না দেয়ার জন্যই নষ্ট হয়ে থাকে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৫৮০৩, ৬/১৩১)

কি ধরণের উৎপাদিত পণ্যে উশর ওয়াজিব?

প্রশ্নঃ জমির কি ধরণের উৎপাদিত পণ্যে উশর ওয়াজিব?

উত্তরঃ যে সকল পণ্য উৎপাদস করাতে জমি থেকে মুনাফা অর্জন করাই উদ্দেশ্য হয়, হোক তা খাদ্যশস্য, ফলমুল বা সবজি ইত্যাদি, যেমন; খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, যব, আঁখ, তুলা, বাজরা, বাদাম, ভুট্টা, সূর্যমূখী, রায়, সরিষা ইত্যাদি।

ফলমুলের মধ্যে তরমুজ, আম, পেয়ারা, কমলালেবু, আপেল, ডালিম, নাশপতি, মালটা, পেঁপেঁ, নাড়িকেল, বাঙ্গী, ররই, লিচু, লেবু, খেজুর, আলু বোখারা, আনারস, আঙ্গুর ইত্যাদি।

সবজির মধ্যে শশা, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঢেড়ঁশ, আলু, টমেটো, কাঁচা মরিচ, পুঁদিনা, মটর, চনা, পেঁয়াজ, রসুন, শাক, ধনিয়া এবং বিভিন্ন ধরণের ঘাস, মেথী, বেগুন ইত্যাদি।[১]

এই সকল উৎপন্ন পণ্যের দশমাংশ (অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ) অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ উশর দেয়া ওয়াজিব।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সেটার প্রাপ্য প্রদান করো, যেদিন তা কাটবে;

১. ঋতু ভেদে ফসল, ফলমূল এবং সবজির বিস্তারিত বিবরণ সামনে পর্যবেক্ষন করুন।

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অধিকাংশ মুফাসসীরগণ যেমন; হযরত ইবনে আবআস, তাউস,হাসান, জাবির বিন যায়িদ এবং সা'আদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین দের মতে এই "**প্রাপ্য**" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে **উশর**। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া নতুন, কিতাবুয যাকাত, ১০/৬৫)

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মাটি থেকে নির্গত প্রতিটি বস্তুর উপর উশর বা তারও অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ) দিতে হবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, ৬/১৪০, হাদীস নং- ১৫৮৭৩)

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেসকল জমি সমূহ নদী বা বর্ষায় বন্য প্লাবিত হয়, সেগুলোর উশর দিতে হবে (অর্থাৎ দশমাংশ দেয়া ওয়াজিব) এবং যেসকল জমি সমূহ উট দ্বারা সেচ দিতে হয়, যেগুলো উশরের অর্ধেক দিতে হবে (অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব)।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৮১)

প্রশ্ন: উশরের অর্ধেক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: উশরের অর্ধেক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশ ভাগের এক ভাগ (১/২০)। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ১৫ পৃষ্ঠা)

মধু উৎপাদনের উপর উশর

প্রশ্নঃ উশরের জমিতে যে মধু উৎপাদন করা হয়, তারও কি উশর দিতে হবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ। **(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬)**

কি ধরণের উৎপন্ন পণ্যে উশর ওয়াজিব নয়?

প্রশ্নঃ কি ধরণের ফসলের উপর উশর ওয়াজিব নয়?

উত্তরঃ যে সকল পণ্য উৎপাদন করাতে জমি থেকে মুনাফা অর্জন করা উদ্দেশ্য নয়, তাতে উশর নেই, যেমন; জ্বালানি, ঘাস, ঝাউবন, উলু খাগড়া, বেত ঝাড় (ঐ গাছ যা দিয়ে টুকরী বানানো হয়), খেজুরের পাতা ইত্যাদি, এগুলো ছাড়া সব ধরণের তরকারী এবং ফলের বীজ, কেননা এই সকল ক্ষেত থেকে তরকারী উৎপাদনই উদ্দেশ্য থাকে বীজ উৎপাদন উদ্দেশ্য নয় এবং যে বীজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয় যেমন; কুন্দর, মেথী এবং কালোজিরার বীজ ইত্যাদি, এগুলোতেও উশর নেই। অনুরূপভাবে ঐ সকল বস্তু যা জমির অধিনস্ত, যেমন; গাছ এবং যে বস্তু গাছ থেকে বের হয় যেমন; আঠা, এতেও উশর ওয়াজিব নয়।

তবে যদি ঘাস, ঝাউবন, বেত ঝাড় (ঐ গাছ যা দিয়ে টুকরী বানানো হয়) ইত্যাদি দ্বারা জমি থেকে মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয় এবং জমি এই জন্য খালি করে রাখা হয়েছে তবে এতেও উশর ওয়াজিব হবে। তুলা এবং বেগুনের চারা গাছের

উশর নেই কিন্তু এ থেকে অর্জিত তুলা এবং বেগুনের উৎপাদনে উশর রয়েছে। (দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ১০ম অধ্যায়, ৩/৩১৫। ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬)

উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ

প্রশ্নঃ উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য খাদ্যশস্য, ফলমূল এবং সবজির সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু হওয়া আবশ্যক?

উত্তরঃ উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য এর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই, বরং জমি থেকে খাদশস্য, ফলমূল এবং সবজির উৎপাদন যতটুকু হবে তার দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ উশর দেয়া ওয়াজিব হবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ও আল মারজিউস সাবিক)

পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর উশর

প্রশ্নঃ যদি এই উৎপন্ন পণ্যের মালিক পাগল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবেও কি উশর দিতে হবে?

উত্তরঃ উশর যেহেতু জমির উৎপন্ন পণ্যের উপরই আদায় করা হয়, তাই যেই ব্যক্তিই এই উৎপন্ন পণ্যের মালিক হবে, সে উশর আদায় করবে, সে পাগল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক হোক না কেন। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫)

ঋণগ্রস্তের উপর উশর

প্রশ্নঃ ঋণগ্রস্তের জন্য কি উশর ক্ষমাযোগ্য?

উত্তরঃ ঋণগ্রস্তের জন্য উশর ক্ষমাযোগ্য নয়, "এই কারণে যদি ঋণ নিয়ে জমি কিনুক বা কৃষক পূর্ব থেকেই ঋণগ্রস্ত হোক অথবা

ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করুন না কেনো, সকল অবস্থাতেই ঋণগ্রস্তের উপরও উশর ওয়াজিব।"

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৪)

আল্লামা আলিম বিন আ'লা আনসারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যাকাতের বিপরীতে উশর ঋণগ্রস্তের উপরও ওয়াজিব হয়ে থাকে।" **(ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, কিতাবুল উশর, ২/৩৩০)**

শরয়ী ফকীরের উপর উশর

প্রশ্ন: শরয়ী ফকীরের উপরও কি উশর ওয়াজিব হবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ। শরয়ী ফকীরের উপরও উশর ওয়াজিব, কেননা উশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, কৃষাণভূমি আসলে উৎপাদনশীল হওয়া, এতে মালিক ধনী বা ফকীর হওয়ার কোন সম্পর্কে নেই।

(জমিনুল গণীয়া ওয়া কাফায়া, কিতাবুয যাকাত, বাবুয যাকাতায যুরু', ২/১৮৮)

উশরের জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া কি শর্ত নাকি নয়?

প্রশ্ন: উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত?

উত্তর: উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য পুরো বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং বছরে একই ক্ষেত থেকে কয়েকবার উৎপাদন হলে, তবে প্রতিবারই উশর ওয়াজিব।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, বাবুল উশর, ৩/৩১৩)

বিভিন্ন জমির উশর

প্রশ্নঃ বিভিন্ন জমিতে সেচ দেয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে কি সব ধরণের জমির উপর উশর (দশমাংশই) ওয়াজিব হবে?

উত্তরঃ এমতাবস্থায় মূলনীতি হলো যে,

✵ যে ক্ষেত বর্ষা, নদী, নালার পানি দ্বারা (বিনা পয়সায়) সেচ সম্পন্ন হয়, তাতে উশর ওয়াজিব হবে দশমাংশ।

✵ যে ক্ষেতের সেচ টিউব ওয়েল, পাম্প ইত্যাদি দ্বারা হয় অর্থাৎ সেই পানি অন্য কারো মালিকানায় থাকে, তা কিনে সেচ দিতে হয়, তখন উশর ওয়াজিব হবে বিশ ভাগের এক ভাগ।

✵ যদি সেই ক্ষেত কিছুদিন বর্ষার পানিতে সেচ দেয়া হয় আর কিছুদিন টিউব ওয়েল, পাম্প ইত্যাদি দিয়ে, তবে যদি অধিকাংশ দিন বর্ষার পানি দ্বারা সেচ হয়ে যায় আর কখনো কখনো টিউব ওয়েল, পাম্প ইত্যাদি দ্বারা সেচ দেয়া তবে উশর ওয়াজিব হবে দশমাংশ, অন্যথায় বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, বাবুল উশর, ৩/৩১৬)**

খাজনার জমির উশর

প্রশ্নঃ খাজনার জমির উৎপাদনের উপরও কি উশর দিতে হবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ। খাজনার জমির উৎপাদনের উপরও উশর দিতে হবে।

প্রশ্নঃ এই উশর কে আদায় করবে?

উত্তরঃ এর উশর কৃষকের উপর আদায় করা ওয়াজিব হবে।

(দুররুল মুখতার, কিতাবুয যাকাত, বাবুল উশর, ৩/৩১৪)

যদি নিজে ফসল না বুনে তবে উশর কাকে দিতে হবে?

প্রশ্নঃ যদি জমির মালিক নিজে ক্ষেত খামারের কাজে অংশ না নেয় বরং কামলাদের দিয়ে কাজ করায়, তবে উশর কামলাদের উপর হবে নাকি জমির মালিকের উপর হবে?

উত্তরঃ এই প্রেক্ষিতে দেখতে হবে যে, যদি কামলা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, যারা জমি বর্গা নেয় অর্থাৎ উৎপাদনের অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ জমির মালিকের আর অবশিষ্ট কমলার তবে এই অবস্থায় উভয়ের উপর তাদের অংশ অনুযায়ী উশর ওয়াজিব হবে। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতে বলেন: "উশরের জমি বর্গা দেয়া হলে তবে উশর উভয়কেই দিতে হবে।"

(বাহারে শরীয়াত, ৫/৫৪)

আর যদি কামলা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, যা জমির মালিক জমি চুক্তি ভিত্তিক দিয়েছে যেমন; প্রতি একর পঞ্চাশ হাজার টাকা, তবে এই অবস্থায় উশর কামলাকেই দিকে হবে, জমির মালিকের নয়। **(বাদাইয়েস সালাইয়ে, ২/৮৪)**

অংশীদারিত্বের জমির উশর

প্রশ্নঃ যে জমি কয়েক জনের অংশীদারিত্বের মালিকানায় হলে, তবে এর উশর কে আদায় করবে?

উত্তরঃ উশর আদায়ে জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়, বরং উৎপাদনশীল হওয়াই শর্ত, তাই যে যতটুকু উৎপাদিত পণ্যের মালিক হবে, সে ততটুকুর উশর আদায় করবে। **ফতোয়ায়ে শামী**তে রয়েছে: "উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয় বরং উৎপাদিত পণ্যের মালিক হওয়া শর্ত, কেননা উশর উৎপাদনের উপরই ওয়াজিব হয়, জমি উপর নয় আর জমির মালিক হওয়া বা না হওয়া উভয়ই সমান।"

(দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, বাবুল উশর, ৩/৩১৪)

পারিবারিক ভাবে উৎপাদনের উপর উশর

প্রশ্নঃ ঘর বা কবরস্থানে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার উপর কি উশর হবে নাকি হবে না?

উত্তরঃ ঘর বা কবরস্থানে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তাতে উশর ওয়াজিব নয়। **(দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২০)**

উশর আদায়ের পূর্বে ব্যয় আলাদা করে নেয়া

প্রশ্নঃ উশর কি সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্যের উপরই দিতে হবে, নাকি এর উৎপাদন ব্যয় আলাদা করে অবশিষ্ট উৎপাদিত পণ্যের উপর আদায় করবে?

উত্তরঃ যে উৎপাদনের উশর দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে, তাতে সম্পূর্ণ উৎপাদনের দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ উশর নেয়া হবে। এমন নয় যে, চাষ, হাল, ষাঁড়, রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং কামলার ব্যয় বা বীজ, খাদ এবং ঔষধ ইত্যাদির খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ দিবে। **(দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৮)**

প্রশ্নঃ সরকারকে যে রাজস্ব দেয়া হয়, তাও কি উৎপাদিত পণ্য থেকে আলাদা করা যাবে না?

উত্তরঃ জি না। এই রাজস্বকেও উৎপাদিত পণ্য থেকে আলাদা করা যাবে না বরং তাও অন্তর্ভূক্ত করে উশরের হিসাব করতে হবে।

উশর আদায়

প্রশ্নঃ উশর কখন আদায় করতে হবে?

উত্তরঃ যখন উৎপাদিত পণ্য সংগৃহিত হবে অর্থাৎ ফসল পেকে গেলে বা ফল ধরলে এবং মুনাফা অর্জনের উপযুক্ত হয়ে গেলে তখন উশর ওয়াজিব হয়ে যাবে। ফসল কাটার পর বা ফল পাড়ার পর হিসাব করে উশর আদায় করতে হবে।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, বাবুল উশর, ৩/৩২১)

উশর অগ্রীম আদায় করা

প্রশ্নঃ উশর কি অগ্রীম আদায় করা যাবে?

উত্তরঃ এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে:

(১) যখন ক্ষেত প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন এর উশর অগ্রীম দেয়া জায়িয।

(২) ক্ষেত বপন করা এবং চারা গজানোর পর আদায় করাও জায়িয।

(৩) যদি বপন করার পর এবং চারা গজানোর পূর্বে আদায় করলো তবে প্রকাশ্য যে, এরূপ অগ্রীম আদায় করা জায়িয নয়।

(৪) ফলের মুকুল আসার পূর্বে দিলো, তবে এরূপ অগ্রীম দেয়াও জায়িয নয় এবং মুকুল আসার পর দিলে তবে জায়িয।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরি, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৬)

মদীনাঃ যদিওবা উল্লেখিত কয়েকটি অবস্থায় অগ্রীম উশর আদায় করা জায়িয, কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে, উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করার পরই উশর আদায় করা।

(আল বাহরুর রায়িক, কিতাবুয যাকাত, ২/৩৯২)

ফলের মুকুল আসা এবং ক্ষেত প্রস্তুত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ ফলের মুকুল আসা এবং ক্ষেত প্রস্তুত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, ক্ষেত এতটুকু প্রস্তুত হয়ে যাওয়া এবং ফল এতোটুকু পেঁকে যাওয়া যে, তা নষ্ট হওয়া বা শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকা, যদিওবা ফল পারার বা কাটার উপযুক্ত না হোক। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/২৪১)**

www.dawateislami.net

উৎপাদন বিক্রি করে দিলো, তবে উশর কাকে দিতে হবে?

প্রশ্নঃ ফলের মুকুল আসলো এবং ক্ষেত প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর ফল বিক্রি করে দিলো, তবে উশর কি বিক্রেতাকে দিতে হবে নাকি ক্রেতাকে?

উত্তরঃ এমতাবস্থায় উশর বিক্রেতাকেই দিতে হবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/২৪১)

উশর আদায়ে দেরী করা

প্রশ্নঃ উশর আদায়ে দেরী করা কেমন?

উত্তরঃ উশর হলো উৎপাদিত পণ্যের যাকাতের নাম, তাই যে বিধান যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই বিধান উশর আদায়ের ক্ষেত্রেও। তাই বিনা অপারগতায় তা আদায় করাতে দেরী করা ব্যক্তি গুনাহগার এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। **(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১ম অধ্যায়, ১/১৭০)**

প্রশ্নঃ যদি কেউ উশর ওয়াজিব হওয়ার পরও আদায় করে তবে তাকে কি করা উচিৎ?

উত্তরঃ যে আনন্দচিত্তে উশর আদায় করে না, তবে ইসলামী বাদশাহ জোড়পূর্বক তার থেকে উশর নিতে পারবে এবং এমতাবস্থায়ও উশর আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সাওয়াব পাবে না আর আনন্দচিত্তে আদায় করলে তবে সাওয়াবের ভাগিদার হবে। **(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫)**

www.dawateislami.net

মদীনাঃ মনে রাখবেন! জোড়পূর্বক উশর আদায় করা ইসলামী বাদশাহেরই কাজ, সাধারণ লোকের এই অধিকার নেই। এমতাবস্থায় তাকে উশর আদায় করার উৎসাহ দেয়া যাবে এবং **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টির অনুভূতি প্রদান করা যাবে। এরূপ লোকদেরকে এই রিসালা পাঠ করার জন্য উপহার হিসেবে দেয়াও উপকারী সাব্যস্ত হবে اِنْ شَآءَ الله।

উশর আদায় করার পূর্বে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার

প্রশ্নঃ উশর আদায় করার পূর্বে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তরঃ যতক্ষণ পর্যন্ত উশর আদায় করবে না বা উৎপাদিত পণ্য থেকে উশর আলাদ াকরেব না, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদিত পণ্য থেকে কিছুই ব্যবহার করা জায়িয নেই এবং যদি ব্যবহার করে তবে এতে যতটুকু উশরের পরিমাণ থাকবে তা ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করবে, তবে সামান্য ব্যবহার করলে তা ক্ষমাযোগ্য। **(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২১-৩২২)**

উশর দেয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তবে?

প্রশ্নঃ যার উপর উশর ওয়াজিব হয়েছে, সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং উৎপাদিত পণ্যও বিদ্যমান আছে তবে কি এর থেকে উশর দেয়া যাবে?

উত্তরঃ এমতাবস্থায় যদি উৎপাদিত পণ্য বিদ্যমান থাকে তবে এই উৎপাদিত পণ্য থেকে উশর দেয়া যাবে।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৫)

উশর হিসেবে টাকা দেয়া

প্রশ্নঃ উশর হিসেবে কি শুধু উৎপাদিত পণ্যই দিতে হবে, নাকি এর সমমূল্যের টাকা দেয়া যাবে?

উত্তরঃ বিদ্যমান ফসলের মধ্যে যেরূপ খাদ্যশস্য বা ফল হবে তা থেকে সম্পূর্ণ উশর আলাদা করে বা এর সমমূল্যের টাকা (উশর হিসেবে) দেয়া, উভয় অবস্থায় জায়িয।

(ফতোয়ায়ে মুস্তফায়িয়া, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

যদি অনেকদিন ধরে উশর আদায় না করে তবে?

প্রশ্নঃ যদি অনেক বছর উশর আদায় না করে, তবে কি করা যায়?

উত্তরঃ এতোদিন উশর আদায় না করার জন্য তাওবা করবে এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোর উশর হিসাব করে সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় করতে থাকবে। **(ফতোয়ায়ে মুস্তফায়িয়া, ২৯৮ পৃষ্ঠা)**

যদি চাষাবাদই না করা হয় তবে?

প্রশ্নঃ যদি চাষাবাদের সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও কেউ চাষ না করে তবে কি এই অবস্থায়ও তার উপর উশর ওয়াজিব হবে?

উত্তরঃ যদি কেউ চাষাবাদ করার সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও চাষ না করে তবে উৎপাদন না হওয়ার কারণে তার উপর উশর আদায় করা

ওয়াজিব নয়, কেননা উশর জমির উপর নয় বরং এর উৎপাদনের উপরই ওয়াজিব হয়।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, বাবুল উশর, ৩/৩২৩)

ফসল নষ্ট হওয়া অবস্থায় উশর

প্রশ্নঃ যদি কোন কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবুও কি উশর ওয়াজিব হবে?

উত্তরঃ ক্ষেত বুনলো কিন্তু উৎপাদন নষ্ট হয়ে গেলো, যেমন; ক্ষেত ডুবে গেলো বা জ্বলে গেলো বা প্রচন্ড ঠান্ডা বা লু-হাওয়ায় নষ্ট হয়ে যায়, এই সকল অবস্থায় যদি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, তবে উশর দিতে হবে না, আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অবশিষ্টগুলোর উশর দিবে এবং যদি পশু খেয়ে ফেলে তবে (উশর) বাতিল হবে না এবং (উশর) বাতিল হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, এরপর এই বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার চাষাবাদ করা যাবে না আর এটাও শর্ত যে, ফল পারা বা কাটার পূর্বেই নষ্ট হওয়া অন্যথায় বাতিল হবে না।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩২৩)

উশর কাকে দেয়া যাবে

প্রশ্নঃ উশর কাকে দিবে?

উত্তরঃ উশর যেহেতু ক্ষেতের উৎপাদনের যাকাতের নাম, তাই যাকে যাকাত দেয়া যাবে তাকে উশরও দেয়া যাবে।

(ফতোয়ায়ে খানিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৩২)

এই সকল লোকদেরকে যাকাত দেয়া যাবেঃ

(১) ফকীর (২) মিসকিন (৩) আমিল (৪) রেকাব (৫) গারিম (৬) আল্লাহ তায়ালার পথে (৭) মুসাফির।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭)

ব্যাখ্যা

ফকীরঃ যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। নিসাব পরমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার অর্থ হলো যে, সেই ব্যক্তির নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এতটুকু সম্পদের মূল্যমান টাকা কিংবা এতটুকু মূল্যের মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত আসবাবপত্র থাকে এবং এতে **আল্লাহ তায়ালা** বা বান্দার এতটুকু ঋণ থাকা যে, যা আদায় করার পর উল্লেখিত নিসাব (পরিমাণ) অবশিষ্ট থাকবে না।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭)

মদীনাঃ মৌলিক চাহিদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল বস্তু যা সাধারনত মানুষের প্রয়োজন হয় এবং যা ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা খুবই অভাবী ও কষ্ট অনুভূত হয়, যেমন; থাকার ঘর, পরিধান করার কাপড়, বাহন, ইলমে দ্বীনের কিতাবাদি এবং পেশার হাতিয়ার ইত্যাদি। **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ঋণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, পূর্ববর্তী যাকাত ও কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার পরও না করা অবস্থায় পশুর দাম সদকা করতে হবে।

মিসকিনঃ ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই, এমনকি সে খাবার এবং শরীর ঢাকার জন্য এতই মুখাপেক্ষি যে, মানুষের নিকট চাইতে হবে। (মারজিউস সাবিক)

আমিলঃ যাকে ইসলামী বাদশাহ যাকাত ও উশর সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত করেছে। (মারজিউস সাবিক)

মদীনাঃ সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াতে** লিখেন: "আমিল যদিওবা ধনী হয়, তবে নিজের কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারবে এবং যদি হাশেমী হয় তবে তাকে যাকাতের মাল থেকে দেয়াও নাজায়িয এবং তার নেওয়াও নাজায়িয, তবে হ্যাঁ! যতি অন্য কোন খাতে দেয় তবে নিতে সমস্যা নাই। (কিন্তু বর্তমানে শরয়ী আমিল (অর্থাৎ এই কাজে নিযুক্ত কর্মচারী) নেই)

রেকাবঃ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাকাতিব গোলাম। মাকাতিব গোলা বলা হয়, যাকে তার মুনিব কিছু টাকার বিনিময়ে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। বর্তমানে রেকাবও নেই। (মারজিউস সাবিক)

গারিমঃ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঋণগ্রস্ত অর্থাৎ তার উপর এতো ঋণের বোঝা যে, তা বাদ দেয়ার পর যাকাতের নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে না যদিওবা সে অপরকে ঋণ দিয়ে রেখেছে কিন্তু আদায় করার সামর্থ্য নাই।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৯)

আল্লাহ তায়ালার পথেঃ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ব্যয় করা, এর কয়েকটি ধরণ রয়েছে।

(১) কোন ব্যক্তি অভাবী এবং সে জিহাদে যেতে চায়, তার নিকট বাহন এবং পাথেয় নেই তবে তাকে যাকাতের সম্পদ দেয়া যাবে, কেননা এটা **আল্লাহ তায়ালা**র পথে দেয়া হলো, যদিওবা সে উপার্জন করতে সক্ষম।

(২) কেউ হজ্ব করতে যেতে চায় এবং তার নিকট পাথেয় নেই, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে কিন্তু তার হজ্ব করার জন্য মানুষের নিকট চাওয়া জায়িয নেই।

(৩) ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী, ইলমে দ্বীন শিখতে চায়, তাকেও দেয়া যাবে, কেননা এটাও **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ব্যয় করা হলো, বরং ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী চেয়েও যাকাত নিতে পারবে যদিওবা যে উপার্জন করতে সক্ষম হয়।

(৪) অনুরূপভাবে প্রত্যেক নেক কাজে যাকাত ব্যবহার করা ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ব্যয় করাই। যাকাতের সম্পদে (এবং উশরে) অপরকে মালিক বানিয়ে দেয়া আবশ্যক, মালিক বানানো ছাড়া যাকাত আদায় হবে না।

(রদ্দুল মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৫)

মুসাফিরঃ ঐ মুসাফির (এখানে মুসাফির দ্বারা শরয়ী মুসাফির এবং শরয়ী মুসাফির হলো সেই, যে প্রায় ৯২ কিলোমিটার সফর করার ইচ্ছা পোষন করে) যার নিকট সফর অবস্থায় সম্পদ নেই, সে যাকাত নিতে পারবে যদিওবা তার বাড়িতে সম্পদ আছে

কিন্তু এতটুকু নিবে যাতে তার প্রয়োজনাদি পূরণ হয়ে যায়, এর বেশি নেয়ার অনুমতি নেই। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮)

মদীনা (১): সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াতে** লিখেন: "যেসকল লোকের ব্যাপারে এই বর্ণনাটি করা হয়েছে যে, তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, তাদের সকলেরই ফকীর হওয়া শর্ত, শুধুমাত্র আমিল (এই কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী) ব্যতিত, কেননা তার জন্য ফকীর হওয়া শর্ত নয় এবং মুসাফির যদিওবা ধনী হয়, তখন সে ফকীরের বিধানভুক্ত, অবশিষ্ট অন্য কেউ যে ফকীর নয়, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ৬৩ পৃষ্ঠা)

মদীনা (২): যাকাত প্রদানকারীর অধিকার রয়েছে যে, চাইলে সে উশরকে ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সামান্য সামান্য বন্টন করে দিতে পারবে আর যদি চায় তবে কোন একজনকেও দিতে পারবে। যদি যাকাতের মালের পরিমান এতো যে, তা নিসাব পরিমান হবে না, তবে একজনকেই দেয়া উত্তম আর যদি নিসাব পরিমান হয় তবে একজনকেই দেয়া মাকরূহ, তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ! যদি সেই ব্যক্তি গারিম অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হয় তবে তাকে এতটুকু দিবে যে, ঋণ শোধ করে কিছু যেনো অবশিষ্ট থাকে অথবা নিসাবের চেয়ে কম অবশিষ্ট থাকে, তবে তা মাকরূপ বিহীনভাবে জায়িয। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, পৃষ্ঠা- ৫৯)

যাদেরকে উশর দেয়া যাবে না

প্রশ্নঃ কোন ধরণের ব্যক্তিকে উশর দেয়া যাবে না?

উত্তরঃ উশর যেহেতু ক্ষেতের উৎপাদিত পণ্যের যাকাতের নাম, তাই যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না, তাদেরকে উশরও দেয়া যাবে না। যেমন;

(১) বনী হাশিমদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না, প্রদানকারী হাশেমী হোক বা না হোক। বনী হাশিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত আলী ও জাফর ও আকীল এবং হযরত আব্বাস ও হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ।

(বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ৬৩ পৃষ্ঠা)

(২) নিজের পিতা, মাতা, দাদা, দাদি, নানা, নানি ইত্যাদি এবং যাদের সন্তানদের মধ্যে যাকাত প্রদানকারী রয়েছে এবং নিজের সন্তান যেমন; ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি ইত্যাদিদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৪)

(৩) স্বামী স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী তালাক দিয়ে দেয় আর মহিলা ইদ্দতে রয়েছে তবে স্বামী তাকে যাকাত দিতে পারবে না আর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে যাকাত দিতে পারবে।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৪৫)

মসজিদের ইমামকে উশর প্রদান করা

প্রশ্নঃ মসজিদের ইমামকে কি উশর দেয়া যাবে?

উত্তরঃ ইমাম সাহেব যদি শরয়ীভাবে ফকীর না হয় বা সৈয়দ সাহেব হয় তবে তাকে উশর দেয়া যাবে না এবং যদি শরীয়ভাবে ফকীর হয় এবং সৈয়দজাদা না হয় তবে তাকে উশর দেয়া যাবে বরং যদি তিনি আলিম হন তবে তাকেই দেয়া উত্তম। কিন্তু আলিমকে দেয়ার সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার সম্মান যেনো অক্ষুন্ন থাকে এবং প্রদানকারী আদব সহকারে যেনো দেয়, যেমন ছোটরা বড়দের কোন জিনিস উপহার স্বরূপ দেয় আর مَعَاذَ الله আলিমে দ্বীনকে দেওয়ার সময় যদি অবজ্ঞা মনে আসে তবে তা ধ্বংস বরং অনেক বড় ধ্বংসময়। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ৬৩ পৃষ্ঠা)

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে; "আলিম ফকীরকে সদকা দেয়া মূর্খ ফকীরকে সদকা দেয়া থেকে উত্তম।"

(ফতোয়োয়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭)

প্রশ্নঃ মসজিদের ইমামকে পারিশ্রমিক হিসেবে উশর দেয়া কেমন?

উত্তরঃ মসজিদের ইমামকে (শরয়ী হিলা করা ব্যতিত) পারিশ্রমিক হিসেবে উশর দেয়া জায়িয নেই, কেননা মসজিদে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে না এবং উশরের বিধান হলো তাই, যা যাকাতের বিধান। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৮)

মদীনাঃ ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام যাকাত (উশর) এর শরয়ী হিলা করার পদ্ধতি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ফকীরকে (যাকাতের টাকার) মালিক বানিয়ে দিবে এবং সে

(মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে) ব্যয় করবে, এতে সাওয়াব উভয়েরই হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৪৩)

আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"কাযা নামাযের পদ্ধতি"** রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

ইরি ফসল, সবজি এবং ফল

ইরি: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গ্রীষ্মকালিন ফসল, যার চাষ গ্রীষ্মের প্রথমদিকে মার্চ থেকে জুন মাসে আর ফসল কাটা হয় গ্রীষ্মের শেষে এবং শরৎকালে আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে।

ইরি অন্যতম ফসল:

তুলা, ধান, বাজরা, বাদাম, ভুট্টা, আখ এবং সূর্যমুখি গ্রীষ্মকালিন অন্যতম ফসল, আর ডালের মধ্যে মুগ ডাল, মাশ কলাইয়ের ডাল এবং বরবটি গ্রীষ্মকালে চাষ হয়ে থাকে।

সবজি: গরমের সবজি হলো কদু শরীফ, করলা, ঢেঁড়স, আলু, টমেটো, চাল কুমড়া, কাঁচা মরিচ, পুদিনা, খিড়া, শসা এবং কচু ইত্যাদি।

ফল: গ্রীষ্মকালের ফল হলো তরমুজ, বাঙ্গি, আম, জাম, লিচু, লেবু, খোবানী, পিচফল, খেজুর, আলুবোখারা, আনারস এবং আঙ্গুর ইত্যাদি।

বোরো ফসল, সবজি এবং ফল

বোরো: দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শীতকালিন ফসল, যার চাষ শীতকালের শুরুতে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে এবং কাটা হয় শীতেকালের শেষের দিকে বসন্তকালে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসে।

বোরোর অন্যতম ফসল:

বোরোর অন্যতম ফসলের মধ্যে গম, ছোলা, যব, শিম, সরিষা, রায় ইত্যাদি আর ডালের মধ্যে মশুর ডাল বোরোর অন্যতম ফসল।

সবজি: ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, মটর, পেয়াঁজ, রসুন, মূলা, ধনিয়া এবং বিভিন্ন ধররেন শাক ও মেথী ইত্যাদি।

ফল: শীতকালিন ফলের মধ্যে মালটা, লটকন, বরই, পেয়ারা, আপেল, সবেদা, আনার, নাশপতি, গাব, পেঁপে, নাড়িকেল ইত্যাদি। সাধারণত মধুও বোরো ফসলের সাথেই সংগ্রহ করা হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহযোগিতা করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৭টিরও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক! আপনার যাকাত ও উশর এবং সদকা ও অনুদান

দা'ওয়াতে ইসলামীকে দেয়ার পাশাপাশি আপনার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এবং বন্ধু-বান্ধবকেও ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদের যাকাত ও উশর এবং অন্যান্য দান অনুদান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকাযে পৌঁছে দিয়ে বা কোন যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে দিয়ে অথবা মাদানী মারকাযে ফোন করে ইসলামী ভাইকে ডেকে তাদেরকে দিন। **আল্লাহ তায়ালা** আপনার অন্তরকে মদীনা বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফোন: ০২-৭৫৪৯৮৮২

একাউন্ট: দা'ওয়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

ব্যাংক: আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক

শাখা: মুরাদপুর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

একাউন্ট নম্বর: ১০৯১০১০০০৪৩১২

দা'ওয়াতে ইসলামীর ঝলক

(১) ২০০টি দেশ: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** বর্তমানে বিশ্বের ২০০টি দেশে নিজের বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং আরো অব্যাহত রয়েছে।

(২) কাফেরদের মাঝে ইসলাম প্রচার: লাখো বেআমল মুসলমান, নামাযী এবং সুন্নাতের অনুসারি হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে কাফেররাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

(৩) মাদানী কাফেলাঃ আশিকানে রাসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের অসংখ্য মাদানী কাফেলা দেশ বিদেশে, শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে সফর করে ইলমে দ্বীন এবং সুন্নাতের বাহার ছড়িয়ে যাচ্ছে আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে।

(৪) দারুস সুন্নাহঃ বিভিন্ন স্থঅনে দারুস সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে দূর-দুরান্ত থেকে আগত ইসলামী ভাইয়েরা অবস্থান করে আশিকানে রাসূলের সহচর্যে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে অতঃপর নিকটস্ত এলাকায় গিয়ে "নেকীর দাওয়াত" এর মাদানী ফুল ছড়িয়ে থাকে।

(৫) মসজিদ নির্মাণঃ এর জন্য খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, অসংখ্য মসজিদ সর্বদা নির্মিতব্য থাকে, অনেক শহরে **"মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা"** এর নির্মাণ কাজও অব্যাহত রয়েছে।

(৬) মসজিদের ইমামঃ অসংখ্য মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং খাদিমের বেতনও আদায় করা হয়ে থাকে।

(৭) বোবা, বধির এবং অন্ধঃ তাদের মাঝেও মাদানী কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদেরকে মাদানী কাফেরায় সফরও করিয়ে থাকে।

(৮) জেলখানাঃ কয়েদিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য জেলখানায়ও মাদানী কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। অসংখ্য ডাকাত এবং অপরাধী জেলখানার ভেতর হওয়া মাদানী কাজে প্রভাবিত হয়ে তাওবা করার পর মুক্তি পেয়ে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়া এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার

সৌভাগ্য অর্জন করছে, আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণকারীরা আজ সুন্নাতের মাদানী ফুল বর্ষন করছে! মুবাল্লিগদের ইনফিরাদী কৌশিশর কারণে কাফের কয়েদীরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

(৯) সম্মিলিত ইতিকাফঃ সারা দুনিয়ার অসংখ্য মসজিদে সম্পূর্ণ রমযানুল মুবারক এবং রমযানুল মুবারক মাসের শেষ দশকে সম্মিলিত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এতে ইসলামী ভাইয়েরা ইলমে দ্বীন অর্জন করে থাকে, সুন্নাতের প্রশিক্ষণ লাভ করে তাছাড়া অসংখ্য ইতিকাফকারী চাঁদ রাতেই আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়।

(১০) তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমাঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজারো স্থানে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ছাড়াও দেশীয় পর্যায়েও সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যাতে হাজারো নয় বরং লাখো আশিকানে রাসূল অংশগ্রহণ করে থাকে এবং ইজতিমার পর সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়েরা সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় মুসাফির হয়ে থাকে। ঢাকার বুকে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রতি বছর তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যাতে বিভিন্ন স্থান থেকে মাদানী কাফেলা অংশগ্রহণ করে থাকে।

(১১) ইসলামী বোনদের মাঝে মাদানী পরিবর্তনঃ ইসলামী বোনদেরও শরয়ী পর্দা সহকারে বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক ইজতিমা হয়ে থাবে। অসংখ্য আমলহীন ইসলামী বোন আমলদার, নামাযী

এবং নিয়মিত মাদানী বুরকা পরিধান করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক ঘরে প্রায় প্রতিদিন হাজারো প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা নামে কোরআন শিক্ষার আসর হয়ে থাকে।

(১২) মাদানী ইনআমাতঃ ইসলামী ভাইদের, ইসলামী বোনদের এবং শিক্ষার্থীদের ফরয ও ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব এবং চারিত্রিক বৈশিষ্টময় করার জন্য এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য মাদানী ইনআমাতের আদলে একটি অনুশীলন পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থী মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ঘুমানের পূর্বে **"ফিকরে মদীনা"** অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করে পকেট সাইজ রিসালায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে।

(১৩) মাদানী মুযাকারাঃ বিভিন্ন সময়ে **"মাদানী মুযাকারা"** হয়ে থাকে, এতে আশিকানে রাসূলরা আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে **রাসূলে** ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন।

(১৪) রূহানী চিকিৎসা ও ইস্তিখারাঃ দুঃখী মুসলমানদেরকে তাবীযের মাধ্যমে ফি সাবিলিল্লাহ চিকিৎসা করা হয়ে থাকে,

তাছাড়া ইস্তিখারারও করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন হাজারো মুসলমান এথেকে উপকৃত হয়ে থাকে।

(১৫) হাজীদের প্রশিক্ষণঃ হজ্বের সময়ে হাজী ক্যাম্পগুলোতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগরা হাজীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। হজ্ব ও মদীনার যিয়ারতে নির্দেশনার জন্য মদীনার মুসাফিরদেকে হজ্বের কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** ফ্রি বিতরন করা হয়।

(১৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন; মাদরাসা, স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ দ্বারা আলোকিত করার জন্য মাদানী কাজ হচ্ছে। অসংখ্য শিক্ষার্থী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে তাছাড়া মাদানী কাফেলায় মুসাফিরও হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুনিয়াবী জ্ঞানের প্রেমিক বেআমল শিক্ষার্থী নামাযী এবং সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেছে।

(১৭,১৮) জামেয়াতুল মদীনাঃ অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এর মাধ্যমে অসংখ্য ইসলামী ভাই (থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা সহকারে) দরসে নিজামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) এবং ইসলামী বোনতের আলিমা কোর্সে ফ্রি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। দরসে নিজামী সম্পন্ন করে তাখাচ্ছুচ ফিল ফিকহ (অর্থাৎ মুফতী কোর্স)ও করানো হয়ে থাকে।

(১৯) মাদরাসাতুল মদীনাঃ দেশ বিদেশে হিফয ও নাজারার অসংখ্য মাদরাসা "মাদরাসাতুল মদীনা" নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অসংখ্য মাদানী মুন্নাদেরকে হিফয ও নাজারার ফ্রি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

(২০) প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা: অনুরূপভাবে বিভিন্ন মসজিদ ঘর, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে সাধারনত ঈমার নামাযের পর হাজারো মা দরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, যাতে বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা সঠিক মাখারিজ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীম শিক্ষা লাভ করছে এবং দোয়া মুখস্ত করছে, নামায সঠিক করছে এবং ফ্রি সুন্নাতের প্রশিক্ষণ লাভ করছে।

(২১) নিরাময় কেন্দ্র: সীমিত আকারে নিরাময় কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যেখানে অসুস্থ শিক্ষার্থী এবং মাদানী কর্মচারীদেরকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে ভর্তিও করা হয়ে থাকে তাছাড়া প্রয়োজন হয়ে বড় হাসপাতালের মাধ্যমেও চিকিৎসা করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

(২২) তাখাচ্ছুচ ফিল ফিকহ: অর্থাৎ **"মুফতী কোর্স"** এরও ব্যবস্থা রয়েছে, এতে অসংখ্য ওলামায়ে কিরাম ইফতাহ এর প্রশিক্ষাণ অর্জন করছেন।

(২৩) দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত: মুসলমানদের শরয়ী মাসয়ালা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন স্থানে **"দারুল ইফতা"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ মুফতীদের সাথে সরাসরি, লিখিত এবং চিঠির মাধ্যমের শরয়ী মাসয়ালার সমাধান প্রদান করছে। অধিকাংশ ফতোয়া কম্পিউটার কম্পোজের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

www.dawateislami.net

(২৪) ইন্টারনেটঃ দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ইসলামের বার্তাকে প্রসার করছে।

(২৫) ASK THE IMAMঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর website এ ASK THE IMAM এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত মাসয়ালার সমাধান প্রদান করা হয়, কাফেরদের ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগের উত্তর প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতও প্রদান করা হয়।

(২৬,২৭) মাকতাবাতুল মদীনা এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়াঃ এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হুযুর আলা হযরত এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব সমূহ অনুবাদ, সংকলন ও সংশোধন হয়ে ছাপিয়ে লাখো লাখ মানুষের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে সুন্নাতের ফুল ফুটানো হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজস্ব প্রেসও প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারার লাখো ক্যাসেটও সারা দুনিয়ায় পৌঁছানো হচ্ছে।

(২৮) মাদানী চ্যানেলঃ বর্তমান মিডিয়ার যুগেও **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, যা সম্পূর্ণ শরীয়াত সম্মত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। বর্তমানে মাদানী চ্যানেল বাংলা, ইংরেজী এবং উর্দূ এই তিনটি ভাষায় সম্প্রচারিত হচ্ছে, আর ভবিষ্যতে আরবী ও চাইনিজ ভাষায়ও চ্যনেল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(২৯) বিভিন্ন কোর্সঃ মুবাল্লিগদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা করা হেয়ছে। যেমন; ৪১দিনের মাদানী কাফেরা কোর্স, ৬৩দিনের তরবিয়্যতি কোর্স, ১২দিনের আমল সংশোধন কোর্স, ১২দিনের সামায কোর্স, ইমামত কোর্স, মুদাররিস কোর্স ইত্যাদি।

(৩০) ফয়যানে কোরআন ও সুন্নাত কোর্সঃ স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্টাফদেরকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়বলী জানানোর জন্য নিজেদের সময় উপযোগী অনন্য কোর্স "ফয়যানে কোরআন ও সুন্নাত কোর্স"ও শুরু করা হয়েছে। ইসলামী বোনদের মাঝেও এই কোর্স চালু রয়েছে।

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা
কোরআনে করীম	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে খাযম, বৈরুত
মারাসিল আবী দাউদ মাআ আবু দাউদ	কুতুবখানা রশিদিয়া, দিল্লি
আল মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
কানযুল উম্মাল	দারুল মারেফা, বৈরুত
ফিরদাউসুল আখবার	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল ফতোয়াল হিন্দিয়া	কোয়েটা
আল ফতোয়াল খানিয়া	পেশাওয়ার
আল বাহরুর রায়িক	কোয়েটা
আল বাহরুল ফায়িক	মুলতান
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
ফতোয়ায়ে মুস্তফায়িয়া	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
বাহারে শরীয়াত	মাকতাবায়ে রযবীয়া, বাবুল মদীনা
বাদায়ি আস সারায়ি	দারুল ফিকির, বৈরুত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্** পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১১৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৬০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৬৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net